সংবাদ

তারিখ ... 01 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী সংকট প্রসঙ্গে

দেশের ৩৩২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী সংকটে ভুগছে। গত বুধবার প্রকাশিত সংবাদের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১ হাজার ৮০০ শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। এসব পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদও রয়েছে। অন্যদিকে কর্মচারীর পদ খালি রয়েছে প্রায় দুই হাজার। উল্লেখ্য, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মচারীর পদ রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৭০০। প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মচারী না থাকায় অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরাই কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। এর ফলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম এ প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক সংকট থাকলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এর সুরাহা করা সম্ভব হচ্ছে না। গত মহাজোট সরকার আমলে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা দেয়া হয়। সেই হিসেবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা পায় সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। কিন্তু পিএসসি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারছে না। কারণ শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত গেজেটই প্রকাশ হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৫ মে মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এরপর প্রায় সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে গেলেও গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। একটি গেজেট প্রকাশ করতে এত সময় নেয়ার কারণ কী সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। এই কারণেই আমলাদের কোন পেশার মানুষ বিশ্বাস করে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মচারী নিয়োগও ঝুলে আছে। বছর কয়েক আগে কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। লিখিত,পরীক্ষাও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগে নিয়োগ প্রক্রিয়া আর বেশি দূর এগোয়নি। এমনকি লিখিত পরীক্ষার ফলই প্রকাশ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে নিয়োগের নতুন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আর নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগের সুরাহাও হয়নি।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে এমনিতেই প্রশ্ন রয়েছে। এখন শিক্ষক কর্মচারী সংকটে এর শিক্ষার মান নিঃসন্দেহে আরও খারাপ হবে। মানসম্মত শিক্ষার অভাবে সামর্থ্যবান অভিভাবকরা অনেক আগেই সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। শিক্ষক-কর্মচারী সংকট দূর করে বিদ্যালয়গুলোকে আরও উন্নত করা হবে কি বরং এর উল্টোটা ঘটছে। সীমিত শিক্ষক-কর্মচারী দিয়ে একটি বিদ্যালয়ের প্রশাসন সামলিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্ন রাখা কঠিন।

সরকার যখন দেশের শিক্ষার মান উন্নত করতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন আমলারা নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সরকারের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্ত এক শ্রেণীর আমলা শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করতে যতটা আগ্রহী এর উন্নয়নে ততটাই অনাগ্রহী। শিক্ষার উন্নয়নকে অগ্রগণ্য করলে একটি গেজেট প্রকাশ করতে সাড়ে তিন বছর লাগত না, কর্মচারী নিয়োগে বাণিজ্য হতো না।

আমরা সরকারকে বলতে চাই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারীর সংকট দূর করতে হবে। এ জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতার নিরসন ঘটাতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ সংকট সৃষ্টি হওয়ার জন্য দায়ী আমলাদের কাজের জবাবদিহি আদায় করতে হবে।